ইতমিনান নূরানী কিন্ডারগার্টেন বোর্ড, বাংলাদেশ।

প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে জেনারেলসহ হাফেজে কুরআন

আমার সমাজ

তৃতীয় শ্রেণির
শিক্ষার্থীদের জন্য

রচনায়

মাহফুজ ঢালী

বি,এড (অনার্স), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এমএ (মাস্টার্স) এডুকেশন- বেডফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ড (অধ্যয়নরত)

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুসা খান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.)
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা, মাদরাসায়ে হুসাইন রা.
খতীব: মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।
মুহাদ্দিস: আল-জামিয়া আল-আরাবিয়া আনোয়ারুল রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা।

মুফতি আকরাম হুসাইন

তাখাসসুস ফিল ফিকহ: আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর

ইতমিনান পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	আমাদের পরিবার	০৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	পরিবেশ	০৭
তৃতীয় অধ্যায়	আমাদের দেশ	০৯
চতুর্থ অধ্যায়	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	১২
পঞ্চম অধ্যায়	বিভিন্ন পেশার মানুষ	১৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	আমাদের ইতিহাস	১৭
সপ্তম অধ্যায়	শিশুর অধিকার	২০
অষ্টম অধ্যায়	প্রাকৃতিক সম্পদ	২২
নবম অধ্যায়	শিশুর নৈতিক শিক্ষা	২৫
দশম অধ্যায়	আমাদের কৃষি	২৮
একাদশ অধ্যায়	তথ্য ও প্রযুক্তি	৩০
দ্বাদশ অধ্যায়	টাকা	৩৩
এয়োদশ অধ্যায়	ঐতিহাসিক স্থাপনা	৩৬

অধ্যায়-০১ আমাদের পরিবার

বাড়িতে আমরা অনেক মানুষ মিলে বসবাস করি। মা-বাবা, ভাই-বোন মিলে গঠিত হয় একক পরিবার। একক পরিবার একটি ছোট পরিবার। এছাড়াও পরিবারে দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ফুফুসহ যেসব পরিবার গড়ে ওঠে তাকে যৌথ পরিবার বলে। এধরনের পরিবার গ্রামে বেশি দেখা যায়। ক্রমশ যৌথ পরিবারের সংখ্যা অনেক কমে আসছে।

একক পরিবার

যৌথ পরিবার

পরিবারে বড়দের শ্রদ্ধা করতে হয় আর ছোটদের স্নেহ করতে হয়। এটা ইসলামের শিক্ষা। পরিবারের এক সদস্য অন্য সদস্যকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করে বলে পরিবার আমাদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

অধ্যায়-০২ পরিবেশ

আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আমরা বাস করি। এই উপাদান নানা রকমের হয়ে থাকে। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়ে নানা জাতের মাছ পাওয়া যায়। কোনো কোনো অঞ্চলের উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বত; সাগর, মহাসাগর পরিবেশকে করেছে দৃঢ়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় ও তিমি বা হাতির মতো বিশাল দেহের প্রাণী আমাদের জীবজগৎকে করেছে বৈচিত্র্যময়।

আমাদের দেশের আবহাওয়ার বৈচিত্র্যও কম নয়। গ্রীষ্মকালে গরম। শীতকালে ঠাণ্ডা ও বর্ষাকা-লের বৃষ্টির প্রত্যেকটি উপাদান থেকে আমরা উপকৃত হই। তাই মানুষ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ জরুরি। আমরা নানাভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় অবলম্বন করতে পারি।

ক. বাড়ির ও মাদ্রাসার চারপাশ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

খ. পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে আনা।

গ. যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলা।

ঘ. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনা।

ঙ. কম দূরত্বে গাড়ি ব্যবহার না করে সাইকেল বা পায়ে হেঁটে চলা।

চ. বেশি বেশি গাছ লাগানো।

ছ. জনসচেতনতা তৈরি করা।

অনুশীলনী

১। প্রশ্নের উত্তরগুলো লেখ।

ক. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে?

খ. পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলো কী কী?

২। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(ক) নিচের কোনটি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান?

(i) পূর্ব (ii) পশ্চিম (iii) দক্ষিণ (iv) উত্তর

(খ) বাংলাদেশে কয়টি ঋতু আছে?

(i) ৩টি (ii) ৪টি (iii) ৫টি (iv) ৬টি

(গ) বাংলাদেশে কখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়?

(i) বর্ষাকালে (ii) গ্রীষ্মকালে

(iii) বসন্তকালে (iv) শীতকালে

(ঘ) কখন আমরা সমাজের মানুষের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করি?

(i) ছুটির দিনে (ii) ঘুরতে যাওয়ার দিনে

(iii) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে (iv) শুক্রবারে

৩। শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক) নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়ে নানা জাতের — পাওয়া যায়।

খ) আমাদের দেশের — বৈচিত্র্য ও কম নয়।

গ) পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান থেকে আমরা — হই।

ঘ) বেশি বেশি — লাগানো উচিত।

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং এর যথাযথ ব্যবহারকে — বলে।

আমাদের দেশ

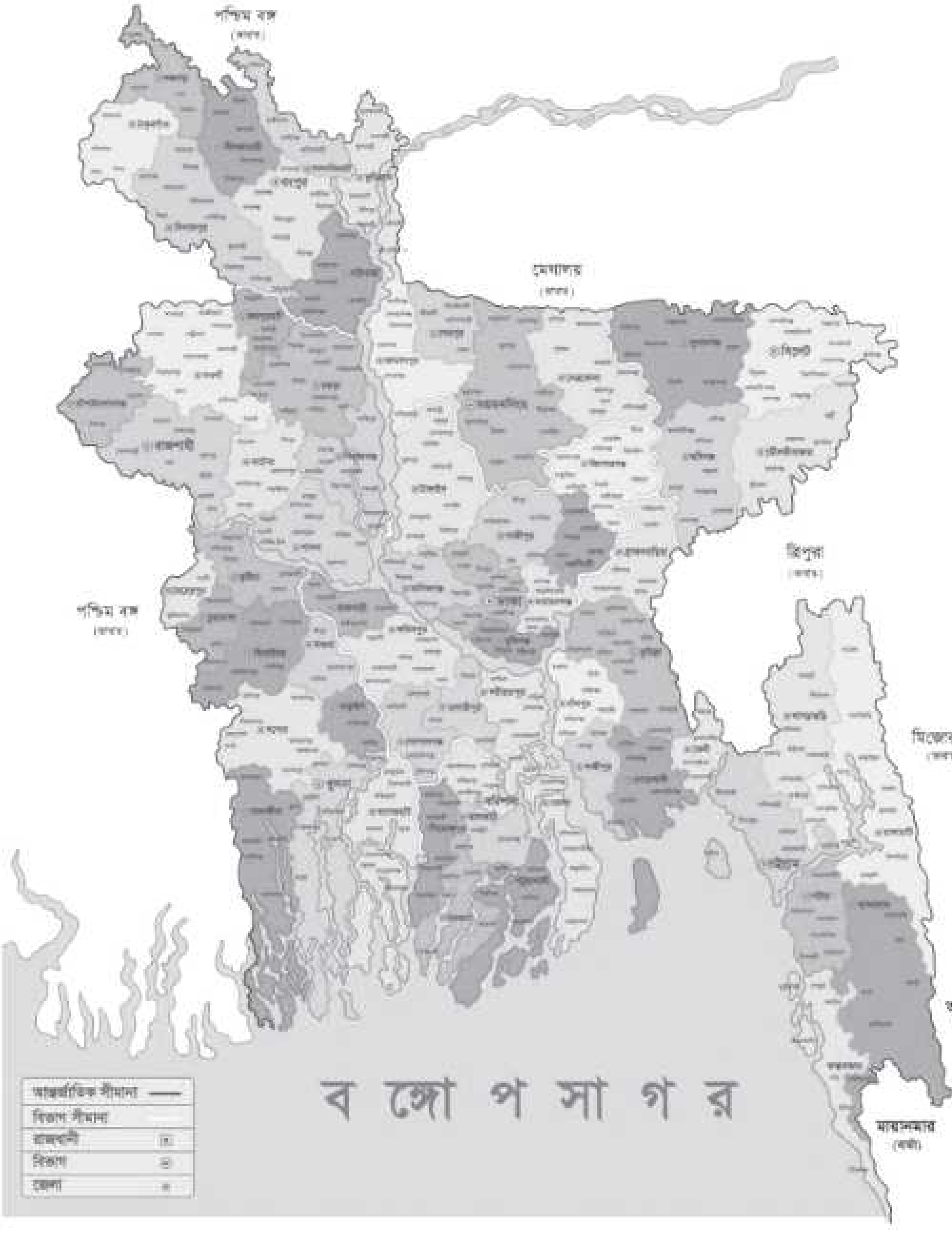

বাংলাদেশের মানচিত্র

উপরের মানচিত্রটি ভালোভাবে খেয়াল করো। এটি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের মানচিত্র। মানচিত্রের উপরের দিকটি উত্তর, নিচের দিকটি দক্ষিণ, ডানের দিকটি পূর্ব ও বামের দিকটি পশ্চিম। আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। পুরো নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। জাতীয় ফুল শাপলা। জাতীয় ফল কাঁঠাল। জাতীয় পতাকার রং লাল-সবুজ।

ভারত উপমহাদেশ একবিরাট ভূখণ্ডের নাম। এটি পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারত ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অপরদিকে পাকিস্তান ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র।

পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল। একটি অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ, অন্য অংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষী হলেও উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন অনেকে। সেদিন শহীদ হলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার। সেই থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পাকিস্তানিরা আমাদেরকে নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। এমনকি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অতর্কিতভাবে পাকিস্তানি বাহিনি আক্রমণ শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডে ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ নিহত হন।

২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হলে আপামর জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। এযুদ্ধ আমাদের মুক্তির যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মোট ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছেন। অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন। ঘর-বাড়ি হারান অনেকে। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনি আত্মসমর্পণ করে।

সেই থেকে ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। প্রিয় বাংলাদেশ পেয়েছি।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

❒ পাকিস্তানের জন্ম হয়–

ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯৫২ সালে

গ. ১৯৪৭ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে

❒ পাকিস্তানের কয়টি অংশ ছিল?

ক. ৫টি খ. ৪টি

গ. ২টি ঘ. ১টি

❒ শহীদ দিবস হলো–

ক. ২১শে ফেব্রুয়ারি খ. ১৬ই মার্চ

গ. ২৫শে ডিসেম্বর ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর

অধ্যায়-০৯ শিশুর নৈতিক শিক্ষা

অভি ও অনিক দুই ভাই। অনিকের বয়স ৫ বছর। এ বছর সে স্কুলে ভর্তি হবে। এ আনন্দে অভি ও অনিকের পরিবার একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠান শেষে অনিকের মা-বাবা ও ভাই তাকে কিছু উপদেশ দেয়। সেসব বিষয় স্কুলে গিয়ে পালন করতে হয়।

অনিকের মা :

* নিয়ম করে টিফিন খাবে।
* বন্ধুদের সাথে টিফিন ভাগাভাগি করবে।
* খাওয়া শেষে অব্যবহৃত বস্তু যেমন, প্যাকেট ও খোসা ডাস্টবিনে ফেলবে।
* টিফিন বাটি সুন্দর করে ব্যাগে রাখবে।

অনিকের বাবা :

* সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলবে।
* কটু কথা বললে বন্ধুরা খারাপ মনে করবে।
* সবার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে।
* বন্ধুকে নিজের পাশে বসতে দেবে।
* কারো গায়ে হাত তোলা যাবে না।

অধ্যায়-১৩ ঐতিহাসিক স্থাপনা

ষাট গম্বুজ মসজিদ

আহসান মঞ্জিল

তাজহাট জমিদার বাড়ি

নাটোর রাজবাড়ি

লালবাগ কেল্লা

কার্জন হল

সোমপুর মহাবিহার

পানাম নগর

মহাস্থানগড়

ছোট সোনা মসজিদ

বাঘা মসজিদ

ময়নামতি বিহার